অধ্যায় - ২০

শ্রী কাকাসাহেবের ঝি করে শ্রী দাসগণুর সমস্যার বিলক্ষণ সমাধান, অদ্বিতীয় শিক্ষা পদ্ধতি, ঈশোপনিষদের শিক্ষা।

শ্রী কাকাসাহেবের ঝিয়ের দ্বারা শ্রী দাসগণুর সমস্যার কিভাবে নিষ্পত্তি হয়, তারই বর্ণনা হেমাডপন্ত এই অধ্যায়তে দিয়েছেন।

প্রারম্ভ ঃ-

শ্রী সাই (ভগবান) মূলতঃ নিরাকার। কিন্তু ভক্তদের প্রেম পরবশ হয়েই সাকার রূপে আবির্ভূত হন। মায়ারূপী অভিনেত্রীর সাহায্যে এই বিশ্বের বৃহৎ নাট্যশালায় তিনি এক মহান অভিনেতার ন্যায় অভিনয় করেন। আসুন, শ্রী সাইবাবার ধ্যান এবং নামস্মরণ করি ও তারপর শিরডী গিয়ে মন দিয়ে মধ্যাহ্ন আরতির পরের কার্যক্রম দেখি। আরতি শেষ হওয়ার পর শ্রী সাইবাবা মস্‌জিদের বাইরে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে অতি করুণা ও প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ভক্তদের উদী বিতরণ করছেন। ভক্তরাও তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে চরণ ছোঁয়ার ও উদী বিতরণের আনন্দ উপভোগ করছে। বাবা দু'হাত দিয়ে ভক্তদের উদী দিতেন এবং নিজের হাতে ওদের মাথায় টিপ লাগাতেন। বাবার হৃদয়ে ভক্তদের জন্য অসীম প্রেম ছিল। তিনি ভক্তদের ভালবেসে বলতেন- "ও ভাউ! এবার যাও, খাবার খাও! অন্না! তুমিও বাড়ী যাও। বাপু! তুইও যা, গিয়ে ভাত খা!" এই ভাবে উনি প্রত্যেক ভক্তের সাথে কথা বলতেন এবং তাদের বাড়ী ফিরে যেতে বলতেন। আহা! কি সুন্দর ছিল সেই দিনগুলি। সেই যে একবার অস্ত হলো আর ফিরে পাওয়া গেল না। যদি তুমি কল্পনা করো সেই দিনগুলির কথা, তাহলে এখনো আনন্দ অনুভব করতে পারবে। এবার আমরা শ্রী সাইয়ের আনন্দময়ী মূর্তির ধ্যান করে, নম্র হয়ে, প্রেম ও শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁর চরণ বন্দনা করে এই অধ্যায়ের কাহিনীটি আরম্ভ করছি।

ঈশোপনিষদ ঃ-

এক সময় শ্রী দাসগণু ঈশোপনিষদের উপর একটি টীকা ('ঈশাবাস্য' - ভাবার্থবোধিনী) লেখা আরম্ভ করেন। আগে এই উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বৈদিক

সংহিতার মন্ত্রের সমাবেশ থাকার দরুণ এটিকে 'মন্ত্রোপনিষদ'- ও বলা হয় এবং এতে যজুর্বেদের অন্তিম অধ্যায়ের অংশ সম্মিলিত হওয়ার দরুণ এটি 'রাজসনেয়ী (যজুঃ) সংহিতোপনিষদ' নামেও প্রসিদ্ধ। বৈদিক সংহিতার সমাবেশ হওয়ার জন্যই এটিকে অন্য উপনিষদের চেয়ে উচ্চতর মানা হয়। শুধু তাই নয়, অন্য উপনিষদগুলি কেবল ঈশোপনিষদে বর্ণিত গুঢ় তত্ত্বগুলির উপরই অবলম্বিত টীকা। পণ্ডিত সাতওয়লেকর দ্বারা রচিত বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও ঈশোপনিষদের টীকা প্রচলিত টীকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানা হয়।

প্রোফেসর আর. ডি. রানাড়ের মতে ঈশোপনিষদ একটি লঘু উপনিষদ হওয়া সত্ত্বেও, তাতে অনেক বিষয়ের সমাবেশ আছে, যেটি একটি অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। ১৮ই শ্লোকে আত্মতত্ত্বের, একটি আদর্শ সন্তের জীবনী- যে আকর্ষণ এবং কষ্টের সংসর্গেও অচল থাকে, কর্মযোগের সিদ্ধান্তগুলির প্রতিবিম্ব - যেগুলির পরে সূত্রীকরণ করা হয় এবং জ্ঞান ও কর্তব্যের পোষক তত্ত্বগুলি বর্ণিত আছে। সবশেষে এতে নীতিশিক্ষা, চমৎকারিতা ও আত্মসম্বন্ধী গুঢ় তত্ত্বের সংগ্রহ পাওয়া যায়।

এই উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মাধ্যমে এটা তো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটির দেশীয় ভাষায় বাস্তবিক অর্থ সহিত অনুবাদ করা কতটা দুষ্কর কাজ। শ্রীদাসগণু 'ওবী' (মারাঠী ছন্দ) ছন্দে অনুবাদ তো করেন; কিন্তু তার সার তত্ত্বটি গ্রহণ না করতে পারার দরুণ ওঁর নিজের কার্য্য উপলব্ধিতে সন্তুষ্টি হয় না। এইরূপ অসন্তুষ্ট মনে উনি অন্য অনেক বিদ্বানদের সঙ্গে শঙ্কা নিবারণের জন্য পরামর্শ ও যুক্তিতর্ক করেন, কিন্তু সমস্যার সমাধান পাওয়া পান না। শ্রী দাসগণু খুবই বিচলিত হয়ে ওঠেন।

কেবল গুরুই অর্থ বোঝাতে সক্ষম ঃ-

এই উপনিষদটি বেদের মহান বিবরণাত্মক সার। এই অস্ত্রটি ব্যবহারের ফলে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় এবং মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব শ্রীদাসগণু স্থির করেন যে, যিনি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেছেন, একমাত্র তিনিই এই উপনিষদের বাস্তবিক অর্থ বুঝিয়ে বলতে পারেন। তাই উনি শেষে শিরডী পৌঁছে বাবার দর্শন ও চরণ বন্দনা করে উপনিষদের বিষয় যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেটা উল্লেখ করেন এবং তার সমাধানের জন্য প্রার্থনা করেন। শ্রী সাইবাবা আশীর্বাদ দিয়ে বলেন, "চিন্তা কোর না, এতে মুস্কিল কি আছে? ফেরার পথে ভিলে পার্লে'তে কাকাদীক্ষিতের ঝি তোমার শঙ্কা দূর করে দেবে।" এই কথা শুনে সেখানে উপস্থিত লোকেরা ভাবে

যে, বাবা কেবল ঠাট্টা করছেন এবং নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করে- "এও কি সম্ভব যে একটি অশিক্ষিত ঝি এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে?" কিন্তু দাসগণুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাবার কথা কখনো অসত্য হয় না কারণ তাঁর কথা বা উক্তি তো সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাক্য।

কাকার চাকরাণী ঃ-

বাবার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে উনি ভিলে পার্লে (বম্বের উপনগরী) পৌঁছে কাকাসাহেব দীক্ষিতের বাড়ীতে ওঠেন। পরের দিন দাসগণু ভোরের মৃদু নিদ্রার আনন্দ উপভোগ করছিলেন, এমন সময় একটি গরীব মেয়ের সুন্দর গান শুনতে পান। গানের মূল ভাবটি এইরূপ - একটি লাল পেড়ে শাড়ী, সেটি কত সুন্দর লাগছে, ওর জরীর আঁচলটি কত সুন্দর, ওর পাড়টি কত সুন্দর ইত্যাদি। দাসগণুর এই গানটি খুবই পছন্দ হয়। বাইরে এসে দেখেন যে নাম্‌য়ার (কাকাসাহেব দীক্ষিতের ঝি) বোন ঐ গানটি গাইছিল। মেয়েটি বাসন মাজছিল এবং ওর পরনের শাড়ীটা বেশ ছেঁড়া ছিল। এত দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও ওর প্রসন্নতা দেখে শ্রী দাসগণুর মনে দয়া জাগে এবং পরের দিনই উনি শ্রী এম. ভি. প্রধানকে ঐ মেয়েটিকে একটি শাড়ী দিতে অনুরোধ করেন। রাও বাহাদুর মেয়েটিকে একটা শাড়ী কিনে দিলেন। ঠিক যেমন কোন ক্ষুধাপীড়িত ব্যক্তি ভাগ্যবশে মধুর খাবার পেয়ে আত্মহারা হয়ে যায়, তেমনি শাড়ীটা পেয়ে মেয়েটিরও আনন্দের সীমা রইল না। পরের দিন নতুন শাড়ীটি পরে নেচে নেচে অন্য মেয়েদের সঙ্গে খেলায় মত্ত ছিল। তারপরের দিন নতুন শাড়ীটি বাক্সে সামলে রেখে আগের মতই ছেঁড়া কাপড় পরে কাজ করতে আসে এবং ওর মুখে আগের মতনই প্রসন্নতার ভাব। তাই দেখে শ্রী দাসগণুর দয়া বিস্ময়ে পরিণত হয়। ওঁর এইরূপ ধারণা ছিল যে, গরীব হওয়ার দরুণই মেয়েটিকে ছেঁড়া কাপড় পরতে হতো। কিন্তু এখন ওর কাছে নতুন শাড়ী থাকতেও সেটা খুব সামলে রেখে দিয়ে ছেঁড়া কাপড়েই গর্ব ও আনন্দ অনুভব করছিল। ওর মুখে দুঃখ বা নিরাশার কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। শ্রী দাসগণু বুঝতে পারলেন যে, দুঃখ বা সুখের অনুভূতি কেবল মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই ঘটনাটি গম্ভীর ভাবে বিচার করার পর উনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভগবান যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত এবং যে ধরণের পরিস্থিতি তাঁর দয়ায় প্রাপ্ত হয়, সেটাই আমাদের জন্য লাভপ্রদ হবে। এই বিশেষ ঘটনাতে বালিকার নির্ধনাবস্থা, ওর ছেঁড়া-পুরনো কাপড়, নতুন শাড়ী দান করার লোক এবং তার স্বীকৃতি দেওয়ার লোক, এই সব ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই হয়েছিল। শ্রী দাসগণু

উপনিষদ পাঠের প্রত্যক্ষ শিক্ষা পেয়ে যান- যা কিছু আমাদের কাছে আছে, তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। সারতত্ত্ব এই যে, যা কিছু হয়, সব ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অতএব তাতে সন্তুষ্ট থাকলেই আমাদের কল্যাণ হয়।

অদ্বিতীয় শিক্ষা পদ্ধতি ঃ-

উপরিউক্ত ঘটনাটির মাধ্যমে পাঠকগণ ভালভাবেই বুঝতে পারছেন যে, বাবার শিক্ষাদানের পদ্ধতি অদ্বিতীয় এবং অপূর্ব। বাবা শিরডীর বাইরে কখনো যাননি, তবুও তিনি কাউকে মচ্ছিন্দ্রগঢ়, তো কাউকে কোলহাপুর বা সোলাপুরে সাধনা করতে পাঠান। তিনি কাউকে দিনে তো কাউকে রাতে দর্শন দিতেন। কাউকে কাজের মধ্যে আর কাউকে নিদ্রাবস্থায় দর্শন দিয়ে ওদের ইচ্ছে পূরণ করতেন। ভক্তদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি কোন্-কোন্ যুক্তি ব্যবহার করেন, সেটা বর্ণনা করা অসম্ভব। এই বিশিষ্ট ঘটনায় তিনি শ্রীদাসগণুকে ভিলে পার্লে পাঠিয়ে সেখানে এক ঝিকে দিয়ে তার সন্দেহ দূর করেন। যাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, শ্রী দাসগণুকে বাইরে পাঠাবার কি দরকার ছিল- তিনি কি নিজে বোঝাতে পারতেন না। তাঁদের জন্য আমার উত্তর এই যে, বাবা ঠিক পথই অবলম্বন করেছিলেন। নতুবা শ্রী দাসগণু কিভাবেই বা একটি অমূল্য শিক্ষা ঐ গরীব ঝি ও তার শাড়ীর মাধ্যমে প্রাপ্ত করতেন। সমগ্র ঘটনাটি স্বয়ং সাইবাবাই রচনা করেছিলেন।

ঈশোপনিষদের শিক্ষা ঃ-

ঈশোপনিষদ মূখ্য ভাবে নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উপদেশগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। আনন্দের কথা এই যে এই উপনিষদের নীতি নিশ্চিত রূপে আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর আশ্রিত, যেগুলি বিস্তৃত রূপে এতে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদের আরম্ভই এখান থেকে হয় যে, সমস্ত বস্তু ঈশ্বরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই আত্ম-বিষয়ক নির্দ্দেশের একটি উপসিদ্ধান্ত আছে। যে নীতি সম্বন্ধীয় উপদেশ তার থেকে গ্রহণ করার যোগ্য সেটা হলো যে, যা কিছু ঈশ্বর কৃপায় প্রাপ্ত হয়, তাতেই আনন্দ পাওয়া উচিত এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উচিত যে ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান। তিনি যা দিয়েছেন, সেটাই আমাদের জন্য উপযুক্ত। অন্যের ধনের প্রতি তৃষ্ণার প্রবৃত্তিকে শেষ করা উচিত। সারাংশ এই যে, নিজের কাছে যতটুকু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকো, কারণ এটিই ঈশ্বরের ইচ্ছে। চরিত্র সম্বন্ধে দ্বিতীয় উপদেশ এই যে, কর্তব্যকে ঈশ্বর ইচ্ছা জেনে জীবন কাটানো উচিত- বিশেষতঃ সেই কর্মগুলি যেগুলি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে

উপনিষদের এই মত যে, আলস্যে আত্মার পতন ঘটে। শেষে এই বলা হয়েছে যে, যার জন্য সমস্ত প্রাণী ও পদার্থ আত্মস্বরূপ হয়ে গেছে, তাঁর মধ্যে মোহ কি ভাবে উৎপন্ন হতে পারে? এই ধরণের ব্যক্তির দুঃখের কোন কারণ থাকে না।

সর্বভূতে আত্মদর্শন না করতে পারার ফলেই নানা রকমের শোক, অজ্ঞানতা ও ঘৃণা আমাদের মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু সর্বত্র যাঁর 'অদ্বৈত' দৃষ্টি খুলে গেছে, সাধারণ মানবিক দুর্বলতা থেকে তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই মুক্ত হয়ে গেছেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।